ড. মতিউর রহমান

সবুজ শিল্প (গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি) বলতে এমন ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে বোঝায় যা পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই অনুশীলনগুলিতে ফোকাস করে। এই শিল্পগুলির লক্ষ্য তাদের কার্বন নির্গমন হ্রাস করা, বর্জ্য হ্রাস করা, সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং পরিবেশ বান্ধব পণ্য ও পরিষেবার প্রচার করা। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং সম্পদ হ্রাসের মতো পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবুজ শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সবুজ শিল্প এবং অর্থায়নের সুবিধাগুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য, বাংলাদেশের একটি অনুকূল নীতি এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করতে হবে যা সবুজ বিনিয়োগকে, উদ্ভাবনকে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে টেকসই অনুশীলনকে উৎসাহিত করে। সবুজ শিল্প এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের জন্য একটি সবুজ এবং অধিক টেকসই ভবিষ্যত অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

সবুজ শিল্প অর্থায়ন বলতে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং চ্যানেলগুলিকে বোঝায় যার মাধ্যমে সবুজ এবং টেকসই ব্যবসা এবং উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করার জন্য আর্থিক সংস্থান সরবরাহ করা হয়। সরকার, বেসরকারি বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি সবুজ প্রকল্পের অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধিক টেকসই এবং পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সবুজ শিল্প এবং অর্থায়নের সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে, স্টেকহোল্ডাররা সবুজ শিল্পের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর বাসযোগ্য পৃথিবী এবং অধিক সহনশীল ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সহায়তা করতে পারে।

বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং টেকসই অনুশীলন গ্রহণ এবং সবুজ শিল্পে বিনিয়োগ বাংলাদেশের জন্য আরও সহনশীল, পরিচ্ছন্ন এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ তৈরিতে অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান। সবুজ শিল্প এবং অর্থায়ন বাংলাদেশের জন্য অনেক সুবিধা দিতে পারে।

সবুজ শিল্পগুলি টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য হ্রাস এবং কম কার্বন নির্গমনকে অগ্রাধিকার দেয়, যা পরিবেশগত অবক্ষয় এবং দূষণ হ্রাস করে। এটি বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনার প্রভাবের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সৌর, বায়ু এবং জলবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলিতে বিনিয়োগ বাংলাদেশের শক্তি সুরক্ষা বাড়াতে পারে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে পারে। এই পরিবর্তনটি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকেও প্রশমিত করতে পারে, জলবায়ু পরিবর্তন সীমিত করার বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারে।

সবুজ শিল্প, যেমন নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প এবং সবুজ উৎপাদন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। এটি জীবিকার উন্নতি ঘটাতে পারে এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্য আয়ের মাত্রা বাড়াতে পারে।

পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎসগুলিতে রূপান্তর এবং টেকসই অনুশীলনগুলি গ্রহণের ফলে বায়ু এবং পানির গুণমান উন্নত হতে পারে, শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা এবং পানিবাহিত রোগগুলি হ্রাস করতে পারে। একটি স্বাস্থ্যকর জনসংখ্যা মানে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

সবুজ অর্থায়ন জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পগুলিকে সাহায্য করতে পারে, যেমন জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নির্মাণ এবং টেকসই কৃষি অনুশীলন বাস্তবায়ন। এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। সবুজ অর্থায়ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচার করে উন্নত দেশগুলি থেকে বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন এবং টেকসই প্রযুক্তি স্থানান্তরকে সহজতর করতে পারে।

সবুজ উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার আন্তর্জাতিক অবস্থান উন্নত করতে পারে এবং সবুজ খাতে আরও বেশি বিদেশী বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব আকর্ষণ করতে পারে।

নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলি প্রায়শই জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় আরও স্থিতিশীল এবং অনুমানযোগ্য ব্যয় কাঠামো সরবরাহ করে, যা দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসা এবং গ্রাহকদের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় সাশ্রয়ের দিকে পরিচালিত করে।

কৃষিতে সবুজ অর্থায়ন সহায়তা কৃষকদের জলবায়ু-স্মার্ট অনুশীলনগুলি গ্রহণ করতে সাহায্য করতে পারে, যার ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জমির অবক্ষয় হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত হয়।

সবুজ শিল্প বাস্তবায়ন ও তাতে অর্থায়ন করা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং প্যারিস চুক্তির মতো বৈশ্বিক চুক্তিতে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু আন্দোলনে অবদান রাখার স্মারক হিসেবে কাজ করে।

সম্ভাব্য সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে সবুজ শিল্প এবং অর্থায়ন বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সবুজ শিল্প ও অর্থায়ন সফলভাবে বাস্তবায়ন এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

ব্যবসা, বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সবুজ শিল্প এবং টেকসই অনুশীলনের গুরুত্ব এবং সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোঝার অভাব রয়েছে। সবুজ উদ্যোগের মূল্য এবং সুযোগ সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করা এই খাতে আগ্রহ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবুজ প্রকল্পগুলির জন্য অর্থায়নে প্রবেশাধিকার সীমিত হতে পারে, বিশেষত ছোট এবং মাঝারি আকারের উদ্যোগের (এসএমই) জন্য যাদের প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণের ইতিহাস নেই। সবুজ প্রকল্পগুলি ঐতিহ্যবাহী ঋণদাতাদের কাছ থেকে উচ্চতর অনুভূত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে, এটিকে সাশ্রয়ী মূল্যের ঋণ বা বিনিয়োগ নিরাপদ করা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

সবুজ শিল্প সম্পর্কিত অসঙ্গত বা অপর্যাপ্ত নীতি এবং প্রবিধান বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসার জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। প্রণোদনা, ভর্তুকি এবং ট্যাক্স বিরতিসহ স্পষ্ট এবং সহায়ক সরকারি নীতিগুলি বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার মতো সবুজ প্রযুক্তির স্থাপনা ও সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সবুজ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামোর উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে উন্নত সবুজ প্রযুক্তি, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং টেকসই কৃষির মতো খাতগুলিতে প্রবেশ এবং গ্রহণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। উপরন্তু, সবুজ শিল্পে দক্ষ জনবল ও পেশাদারদের অভাব হতে পারে।

বাংলাদেশের অনেক ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের সবুজ প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এই ব্যবধান পূরণ করতে এবং টেকসই অনুশীলনগুলি গ্রহণে সহায়তা করতে পারে।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে জমির প্রাপ্যতা সীমিত। সবুজ প্রকল্পের জন্য জমি বরাদ্দ করা, বিশেষ করে বৃহৎ আকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপনা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উপযোগী ভূমি ব্যবহার চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

সবুজ উদ্যোগের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অপরিহার্য। রাজনৈতিক পরিবর্তন বা সম্প্রদায় এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রতিরোধ সবুজ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব বা বাধা দিতে পারে।

সবুজ শিল্পের পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক সুবিধার অপর্যাপ্ত তথ্য বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসার জন্য তাদের বিনিয়োগের সম্ভাব্য রিটার্ন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন করে তুলতে পারে।

বৈশ্বিক বাজারে, সবুজ শিল্পের পণ্যগুলি অবশ্যই খরচ, গুণমান এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, বিশেষ করে যখন এমন দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে যেখানে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত সবুজ শিল্প রয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। নীতিনির্ধারকদের একটি অনুকূল নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং সবুজ শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচি এবং শিক্ষামূলক উদ্যোগ টেকসই অনুশীলনে দক্ষতা এবং জ্ঞান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং দক্ষতা বাড়াতে সহজতর করতে পারে। এই চ্যালেঞ্জগুলিকে অতিক্রম করে, বাংলাদেশ সবুজ শিল্প এবং অর্থায়নের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে, যা দেশের জন্য আরও টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক বা সহনশীল ভবিষ্যৎ তৈরিতে অবদান রাখতে পারে।

সবুজ শিল্প এবং অর্থায়নের সুবিধাগুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য, বাংলাদেশের একটি অনুকূল নীতি এবং

নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করতে হবে যা সবুজ বিনিয়োগকে, উদ্ভাবনকে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে টেকসই অনুশীলনকে উৎসাহিত করে।

সবুজ শিল্প এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের জন্য একটি সবুজ এবং অধিক টেকসই ভবিষ্যত অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। (লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী)